আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার আহ্বান- 'হটাও ইউনূস, বাঁচাও দেশ'

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত স্বদেশভূমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র, শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অবৈধ দখলদার ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে উগ্র-সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

.....বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা

প্রিয় দেশবাসী,

গত ৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী- বাংলাদেশ বিরোধী, কট্টর ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ও সশস্ত্র জঙ্গিরা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধমে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে জোরপূর্বক অপসারণ করে। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের হিংস্র বাসনায় পরিকল্পিতভাবে এই ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ, বানোয়াট ও গুজব প্রচারের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে দেশে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়ে ও জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও শত শত সাধারণ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে হত্যা করে। এছাড়া মেট্রোরেল, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সেতুভবন, ডেটা সেন্টার ও হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিসংযোগ, গণভবন, মহান জাতীয় সংসদ, স্কুল-কলেজ, শিল্প-কারখানা, বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানের জেলখানা ভেঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনসমূহের দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ৪শ' টিরও অধিক থানা ও শত শত পুলিশ ফাঁড়িতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে হাজার হাজার আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে। পুলিশ বাহিনীর হাজার হাজার সদস্যকে নিষ্ঠুরভাবে ও নির্মমভাবে হত্যা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল সাধারণ মানুষ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর উপর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ, হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপানালয়ে হামলা-ভাঙচুর, হাজার হাজার মানুষকে পৈশাচিকভাবে হত্যা ও অসংখ্য নারীকে ধর্ষণের এক অকথ্য নির্মম-রক্তাক্ত-বিপন্ন নিকষ কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। অথচ ফ্যাসিস্ট ইউনূস সরকার নির্লজ্জভাবে সকল চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দায়মুক্তি প্রদান করে। স্বাধীনতাবিরোধী- বাংলাদেশ বিরোধী- '৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর দোসর এই বিশ্বাসঘাতক চক্র বাছ-বিচারহীনভাবে মানুষের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ পুরো বাংলাদেশে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে । এখানেই এই বর্বর গোষ্ঠীর হিংস্র থাবা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেমে থাকেনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন 'সুধা সদন' ও শেখ রেহানার বাসভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সকল চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির নয়নের মণি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবন থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। সেই ৩২ নম্বরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ বাঙালি জাতির জন্মের ইতিহাস ও অস্তিত্বের উপর আঘাত। সারাদেশে জাতির পিতার নিরীহ ও নিস্পৃহ ভাস্কর্য পর্যন্ত তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সারাদেশে জঙ্গি তৎপরতা, হামলা-অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে গণহত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী, জঙ্গি ও উগ্র-সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানপন্থী অপশক্তি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়।

দেশপ্রেমিক দেশবাসী,

আপনাদের নতুন করে কিছু বলার নেই। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে ও বুঝে গেছেন, জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলকারী মুহাম্মদ ইউনূস ও তার উগ্রপন্থী জঙ্গি দোসরদের ভয়াবহ অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সীমাহীন লুটপাট, রাষ্ট্রীয় অর্গানগুলো ব্যবহার করে নির্বিচারে সাধারণ মানুষের ওপর নারকীয় তাণ্ডবে সারাদেশ একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিকে ক্ষুধার্ত ও বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ, হাহাকার আর কান্নার রোল বিশ্ব বিবেককে থমকে দিচ্ছে ।

প্রিয় দেশবাসী,

স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট,পাকিস্তানি ভাবাদর্শের চরমপন্থী জঙ্গি নেতা ইউনূস ও তার দোসররা গত ৫ মাসে বাংলাদেশেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক রক্তপিপাসু মুহাম্মদ ইউনূসের প্রলয় নৃত্যে বাংলাদেশ এখন এক মৃত্যু উপত্যকা ও বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ আর ঘৃণার আগুনে পুরো বাংলাদেশ এখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রশ্ন উঠেছে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কি আদৌ টিকে থাকবে? ইতিমধ্যে দেশের প্রশাসন, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আনসার, বিজিবিসহ অন্যান্য প্রতিরক্ষাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। অসংখ্য শিল্প-কারখানায় লুটপাটের পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে দেশের হাজার হাজার শিল্প-কারখানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কর্মহীন বেকার। সারাদেশ এখন অপরাধের স্বর্গরাজ্য। অবাধে লাগামহীনভাবে চুরি,ডাকাতি, ছিনতাই, দখল, চাঁদাবাজি লুটপাট চলছে। গামেন্টসে নারী কর্মীদের কাজ না থাকায় তারা এখন কর্মহীন। প্রকাশ্য দিবালোকে মবসন্ত্রাস করে, গলায় ছুরি চালিয়ে, মাথাসহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে শত শত নিরপরাধ মানুষসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, জীবননাশের হুমকি দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত, মানুষের বিচার প্রত্যাশার সর্বশেষ ভরসাস্থল সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতিদের পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। আইন-আদালত তথা বিচার ব্যবস্থা বলতে দেশে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। একইভাবে পুলিশি ব্যবস্থাকেও তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। পুলিশের চেইন অব কমান্ড ভেঙে ১৫/ ২০ বছর আগে অবসরে যাওয়া অযোগ্য ও কুখ্যাত দুর্নীতিবাজ অবসরপ্রাপ্ত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের পুলিশ প্রধানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অনৈতিকভাবে ও অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে। আনসার বাহিনীর সদস্যদের উপর হামলা ও তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে। এর চেয়েও ভয়াবহ চিত্র প্রশাসনে। রাষ্ট্র পরিচালনার হৃৎপিণ্ড সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোও ফ্যাসিস্টরাজ ইউনূস ও তার দোসররা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছে। নিজেদের দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ বিনষ্ট করার দুরভিসন্ধি নিয়ে ফ্যাসিস্ট ইউনূস সরকার সচিবালয়ে পর্যন্ত অগ্নিসংযোগ ঘটায়। ফলে দেশজুড়ে চলছে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য।

প্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণ,

দেশে জঙ্গি উত্থান', ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন, উপসনালয় ধ্বংস, শত শত বছরের পুরনো মাজারগুলো ধ্বংস, সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে আদিবাসী ছাত্র-জনতার উপর হামলা, নারীর প্রতি সহিংসতা, খুন-ধর্ষণ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্মৃতিস্তম্ভ গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গলায় জুতোর মালা পরানোসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে আবারও গণধিকৃত, গণপ্রত্যাখাত পাকিস্তানি ভাবধারার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করছে। একদিকে ক্ষমতা দখল করেই ড. ইউনূস তার বিরুদ্ধে ৬৬৬ কোটি কর ফাঁকির মামলা ও তা পরিশোধের রায় প্রত্যাহার করে নেয়, গ্রামীণ ব্যাংককে ৫ বছরের জন্য কর অব্যাহতি দেওয়া হয়। সরকারের প্রত্যেকটি সেক্টরে আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি, ১০০ টি পণ্যের ওপর আকাশ ছোঁয়া ভ্যাট-ট্যাক্স বৃদ্ধি, সেচ কাজে বাধা ও সারের সংকট, চরম বিদ্যুৎ সংকট, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সাধারণ জনগণের ওপর কর এবং মূল্যবৃদ্ধির সীমাহীন ও অবর্ণনীয় কষ্টের বোঝা চাপিয়ে অবৈধ ও অসাংবিধানিক দখলদার ইউনূস ও তার দোসররা মানুষের জীবনমান ও জীবনধারণের অধিকারটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। চারদিক আজ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। এমনকি দেশের ব্যাংক-বীমাসহ সকল ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন শুধুই ধ্বংসেরই চিহ্ন বহন করে চলেছে। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির স্থলে এখন তা ৩.৮ শতাংশে নেমে এসে অর্থনৈতিক মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। দেশের অর্থনীতির ধ্বংস সাধন ও এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টির জবাব বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থ পাচারকারী - দুর্নীতির বরপুত্র ইউনূস ও তার দোসরদেরকেই দিতে হবে। দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির খবরাখবর ও তথ্য প্রকাশ করলেই এখন মিডিয়ার ওপর নেমে আসে হুমকি-ধমকি নির্যাতন ও মামলার খড়গ ।

প্রিয় দেশবাসী,

স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্টরাজ নিষ্ঠুর-নির্দয় ইউনূস ও তার দোসররা গত ৫ আগস্ট জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের পর গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে দেয় টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্রসহ অসংখ্য গণমাধ্যম ফ্যাসিস্ট ইউনূসের প্রাইভেট বাহিনীর সদস্যরা দখল করে নেয়। শত শত সাংবাদিককে মিথ্যা ও হয়ারানিমূলক হত্যা মামলা দিয়ে কারাবন্দি করা হয়েছে এবং কর্মস্থলে যোগদান থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এছাড়া অসংখ্য সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অনেকে সত্য সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরকালের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করতে হচ্ছে। গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের ওপর এ ধরনের বর্বরোচিত নিষ্ঠুর নির্যাতন বিশ্বের ইতিহাসে নজীরবিহীন। বিদেশী গণমাধ্যম ফ্যাসিস্ট ইউনূসের রাজত্বকালকে 'রেইন অব টেরর' বা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের রাজত্বকাল হিসেবে বর্ণনা করেছে ।

স্বাধীনতাপ্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ আজ বিপন্ন। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত - বিপর্যস্ত। হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লণ্ডভণ্ড। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্টরাজ, বাংলাদেশ বিরোধী বিশ্বাসঘাতক মুহাম্মদ ইউনূস ও তার দোসরদের 'মেটিক্যুলাসলি ডিজাইনড' বা সুচারুভাবে পরিকল্পিত ও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের নির্বাচিত একটি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুতের মাধ্যমে সূচনা করে ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরোচিত কালো অধ্যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনায় সিক্ত বাংলাদেশ জুড়ে ফ্যাসিস্ট ইউনূস ও তার দোসরদের নেতৃত্বে শুরু হয় নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ। '৭১-র পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহায় বর্বর উন্মত্ততায় তারা আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জসহ সমগ্র জনপদের শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ ১৪ দলের জাতীয় বর্ষীয়ান ও গুরুত্বপূর্ণ নেতা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সচিব, আইনজীবী, বিচারপতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নাট্যব্যক্তিত্ব, শিল্পী, নারী নেতৃত্ব, অসংখ্য শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে শত শত মিথ্যা ও বানোয়াট হত্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে তাদের অবরুদ্ধ কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এসব মানুষের বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছে। এদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, মুক্তিপণ, অপহরণ, দখল, জোরপূর্বক চাঁদাবাজি, জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, প্রকাশ্য দিবালোকে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে মানুষ হত্যা, সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত হত্যা ও নির্যাতন, শত শত নারী শিশুর ওপর নির্বিচারে পাশবিক নির্যাতনসহ ধর্ষণের মতো অসংখ্য অপ্রকাশিত ও অকথিত ঘটনায় মানবতা আজ অবরুদ্ধ ও লাঞ্ছিত। সন্তানহারা মায়ের কান্না, স্বামীহারা স্ত্রীর কান্না, পিতাহারা সন্তানের কান্না, সম্ভ্রম হারানো বোনের আর্তনাদ, সর্বস্ব লুণ্ঠনে রিক্ত, নিঃস্ব অসহায় মানুষের হাহাকার আজ প্রতিদিনের বাংলাদেশ।

রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ,

বাংলাদেশ আজ মহাসংকটে নিমজ্জিত। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ও রক্তের অক্ষরে লেখা মহান সংবিধান তারা ছিন্নভিন্ন করে আজ পদদলিত করতে চাইছে। লাখো শহীদের সুমহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, প্রিয় স্বদেশ- প্রিয় বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত তারা পরিবর্তন করতে চাইছে। '৭১-র মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের মুক্তিকামী মানুষ ও বাঙালি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করতে ধ্বংসযজ্ঞ ও ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত করেছিল, সেই পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা এখন শহিদের রক্তস্নাত বাংলাদেশে পাকিস্তানি উর্দি পরে ঢাকার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই কি সেই রক্তস্নাত মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী বাংলাদেশ? এই কি সেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ? হায় দুঃখিনী বাংলা আমার! বিশ্বাসঘাতক, কর্তৃত্ববাদী একনায়ক, পাকিস্তানি ভাবাদর্শে দীক্ষিত, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, ইতিহাসের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট ইউনূস ও তার দোসররা আজ বাংলাদেশকে উগ্রপন্থী, ধর্মান্ধ পাকিস্তানপন্থী জঙ্গিরাষ্ট্র বানানোর সকল আয়োজন প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেছে। বাংলাদেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।বাঙালির আবহমানকালের জীবনাচার, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা ও বর্ণমালার ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা করে বাঙালি জাতিসত্তাকে বিলোপ করতে উদ্যত হয়েছে এরা। দেশ ও জাতির এই মহাসংকটে, এই বিপন্ন সময়ে '৭১-এর বিজয়ী বাংলাদেশকে রক্ষায় - দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ, ছাত্রজনতা, যুবা-তরুণ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ, ব্যবসায়ী সংগঠন, সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, চাকরিজীবী, নারী সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণকে সম্মিলিতভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে এই অশুভশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের সংগ্রামে আমরা আরও একবার মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় লৌহকঠিন শপথে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলি । বাংলাদেশ বিরোধী, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শবিরোধী, '৭১-র পরাজিত অপশক্তি ও নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিস্ট ইউনূস ও তার দোসরদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার এখনই সময়। এই অশুভ-অপশক্তিকে পরাজিত করে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাল্লাহ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

www.albd.org